30

দৈনিক সংবাদ

তারিখ DEC. 1 0 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

স্কুলগুলোতে ভর্তিযুদ্ধ ও অভিভাবকদের উদ্বেগ

নগরীর সরকারি-বেসরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। রাজধানীর নামকরা স্কুলগুলোতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের তৎপরতাও বাড়তে শুরু করেছে। শিক্ষা অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী প্রতিবছর বিভিন্ন শ্রেণীতে ১ লাখেরও বেশি ছাত্রছাত্রী রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি হয়ে থাকে। এর মধ্যে ভাল বা নামকরা স্কুলের সংখ্যা হাতেগোনা কয়েকটি মাত্র। এসব স্কুলে সন্তানদের ভর্তি করানোর জন্য অভিভাবকদের মধ্যে প্রচণ্ড উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। সেন্ট যোসেফ, হলিক্রস, ভিকারুন্‌নিসা, আইডিয়াল স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্তানদের ভর্তি করাতে বেশিরভাগ অভিভাবককেই তৎপর দেখা যায়। এসব স্কুলে একটি আসনের বিপরীতে প্রায় আটজন ছাত্রছাত্রীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে হয়। এ প্রতিযোগিতায় যারা জয়ী হয় তারা ভর্তির সুযোগ পায়। আর যারা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না তারা সাধারণ মানের স্কুলে ভর্তি হতে বাধ্য হয়।

ঢাকার বিভিন্ন স্কুলে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রতিবছরের মতো এখন থেকেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা, পরিচালনা পরিষদের কর্মকর্তাদের কাছে ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য নানা অনুরোধ তদবির ও চাপ আসতে শুরু করেছে। মন্ত্রী, সচিব, পুলিশ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে শিক্ষা বিভাগের ৩য় ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা পর্যন্ত নানা উপায়ে স্কুলগুলোতে তদবির নিয়ে হাজির হচ্ছে। কোন কোন বেসরকারি স্কুলের কর্মচারীরা ভর্তির নিশ্চয়তা দিয়ে অভিভাবকদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নেয়ার জন্য তৎপর বলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিযোগ রয়েছে। কোন কোন স্কুল কর্তৃপক্ষও উন্নয়ন তহবিলে চাঁদা বাবদ লাখ লাখ টাকা আদায় করছে। এ অবস্থায় মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্যও ভাল স্কুলে ভর্তি হওয়াটা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের দেশে সামগ্রিক শিক্ষার মান মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়। অল্প কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শুধু ভাল লেখাপড়া হয়। তাহলে অবশিষ্ট ছাত্রছাত্রীরা যাবে কোথায়? ভর্তি সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে প্রতিটি স্কুলের মান উন্নয়নের জন্য একটি সুপরিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি স্কুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিত করার সাথে সাথে পড়াশুনা ও খেলাধুলার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা দরকার।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ এবং মান বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার দক্ষ ব্যবস্থাপনা। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি একটি দক্ষ পরিচালকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত হয় তবে শিক্ষার মান এবং পরিবেশ উন্নত হতে বাধ্য। এ কাজে অভিভাবক, শিক্ষক, স্থানীয় নেতৃবৃন্দসহ সমাজের বিভিন্ন সুধীজনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এভাবে সামাজিক সম্পৃক্ততা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মান উন্নয়ন সম্ভব।

শুধু একটি দুটি ভাল স্কুল নয়, সমস্ত স্কুলকেই যদি ভাল স্কুলে পরিণত করা যায় তবেই ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগের অবসান ঘটবে। যেহেতু বেসরকারি স্কুলগুলোরও শিক্ষক বেতনের প্রায় পুরোটাই সরকারকে বহন করতে হয়, সেহেতু সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় স্কুলগুলোর মান উন্নয়নের জন্য একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনামাফিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলে আমরা আশা করি।